দৈনিক সংবাদ

তারিখ NOV. 23 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

36

চৌদ্দগ্রামে ইউপি চেয়ারম্যানের সন্ত্রাসী বাহিনীর তাণ্ডব

মাদ্রাসায় হামলা ঃ দোকানপাট তছনছ ও লুটপাট ঃ ছাত্রীসহ ৩০ জন আহত

কুমিল্লা জেলা সংবাদদাতা ঃ কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম থানার শুভপুর ইউনিয়নের গোবিন্দপুর গ্রামের বাজারে একটি বৃহৎ কৃষ্ণচূড়া গাছ কাটাকে কেন্দ্র করে এলাকায় লঙ্কাকাণ্ড ঘটে যায়। কতিপয় সন্ত্রাসীদের তাণ্ডবলীলায় স্থানীয় মাদ্রাসা ও বাজারের ১৫/২০টি দোকানপাট তছনছ ও লুটপাট করা হয়। এর ফলে মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীসহ অন্তত ৩০ জন আহত হয়। গুরুতর আহতাবস্থায় আবদুল মতিন (৪০) ও মাদ্রাসার ছাত্রী মর্জিনা বেগমকে (১২) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত ১৮ নভেম্বর। জানা যায়, একদল লোক এদিন বেলা ১১টায় গোবিন্দপুর শামছুল হুদা দাখিল মাদ্রাসার ওয়াকফ জায়গায় বাজারের একটি কৃষ্ণচূড়া গাছ মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ কাটার সময় স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান মজুমদার গাছ কাটার কৈফিয়ত তলব করে মাদ্রাসার সুপার মাওলানা আবদুল মান্নানকে লাঞ্ছিত করেন। চেয়ারম্যানের ভাড়াটে গুণ্ডাবাহিনী মাদ্রাসার সুপারকে টানা-হেঁচড়া করে থানায় নিতে চাইলে এর প্রতিবাদে মাদ্রাসায় পরীক্ষা দানরত ছাত্র-ছাত্রীরা হল থেকে বের হয়ে সুপারকে রক্ষার জন্য প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। এ-সময় চেয়ারম্যানের সমর্থক সশস্ত্র দল ছাত্র-ছাত্রী ও বাজারের ব্যবসায়ীদের ওপর চড়াও হয়ে মাদ্রাসার আসবাবপত্র ও দোকানের মালপত্র লুটপাট করে। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে মাদ্রাসার বার্ষিক পরীক্ষা বন্ধ হয়ে যায়। সন্ত্রাসীদের তাণ্ডবে মাদ্রাসার ছাত্র, শিক্ষক ও গ্রামবাসী এলাকা ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। লোকজন স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানের ভাড়াটে সন্ত্রাসীদের ভয়ে আতংকিত। এ প্রেক্ষিতে মাদ্রাসার সুপার বাদী হয়ে চেয়ারম্যান ও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে চৌদ্দগ্রাম থানায় মামলা দায়ের করেছে। অপরদিকে, ইউপি চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান মজুমদার মাদ্রাসা সুপারের বিরুদ্ধেও পাল্টা মামলা দায়ের করেছে। মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কুমিল্লার পুলিশ সুপারকে লিখিতভাবে ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে।